নবযুগ

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা



সন ১৪৩৩

নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০

একাদশীতে শ্রাদ্ধের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা

একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ যেমন তৃপ্ত হন, তেমনি শ্রাদ্ধকর্তাও বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে। সনাতন শাস্ত্রে এ সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। যেমন- ১। কুপ্যভাগী ভবেন্মর্ত্যঃ কুর্বন্নেকাদশী নৃপ ! । ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে তস্য বেশ্মনি।।-(মহাভারত,অনুশাসন পর্ব-৭৬/১৪)। অনুবাদ- রাজা ! একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিয়া মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধন লাভ করে এবং তাহার গৃহে ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ পুত্র লাভ হয়। ২। 'ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রানেকাদশ্যাম্'-(বিষ্ণুসংহিতা-৭৮/৪৬)। অনুবাদ- একাদশীতে (শ্রাদ্ধ করিলে) ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্র লাভ হয়। ৩। পুত্রদা পঞ্চমী কর্তুস্তথৈবৈকাদশী তিথিঃ।-(বৃহৎপরাশর স্মৃতি-৭/২৯৮)। অনুবাদ- পঞ্চমী ও একাদশীতিথি শ্রাদ্ধকর্তার পক্ষে পুত্রদায়িনী তিথি। ৪। মাসি মাস্যেকদিবসে দর্শে শ্রাদ্ধব্রতা নরাঃ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেষাং তে ধন্যাঃ স্বর্গগামিনঃ।।-(পদ্মপুরাণ,পাতালখণ্ড-৫৮/৯২)। অনুবাদ- যাহারা প্রতিমাসে একাদশী ও অমাবস্যা তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করে, তাহাদের পিতৃগণ পরিতৃপ্ত এবং তাহারাও স্বর্গগামী হয়। ৫। একাদশ্যাং তথা রূপ্যং ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ সুতান্।।-(কূর্ম্মপুরাণ,উপরিভাগ-২০/২০) ৬। বেদাংস্তথামপ্নুয়াৎ সর্ব্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরঃ।-(মার্কণ্ডেয় পুরাণ-৩৩/৩)। ৭। একাদশ্যাং পরৎ দানমৈশ্বর্য্যং সততং তথা।।-(বায়ু পুরাণ-৮১/১৬)। ৮। একাদশ্যাং পরীবারো দ্বাদশ্যাং ধনধান্যকম্।-(অগ্নি পুরাণ-১১৭/৫২)। ৯। বেদাংস্তথাপ্নুয়াৎ সর্ব্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরঃ।-(ব্রহ্ম পুরাণ-২২০/১৭)। ১০। একাদশ্যাং ধনং ধান্যং শ্রাদ্ধকর্ত্তা লভেন্নরঃ। তথা ভূপপ্রসাদং যচ্চান্যন্মনসি স্থিতম্।।-(স্কন্দ পুরাণ,নাগরখণ্ড-২১৯/১২)। ১১। একাদশ্যাং নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। সংহর্ত্তা সর্ব্বলোকস্য তস্য রুদ্র প্রসীদতি।-(স্কন্দ পুরাণ,ব্রহ্মখণ্ডে-সেতুমাহাত্ম্য-৩৬/৮৮-৮৯)। অনুবাদ- একাদশীতে যে নর ভক্তির সহিত মহালয়া শ্রাদ্ধ করে, সর্ব্বলোক সংহর্ত্তা ভগবান্ রুদ্র তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। **এসব ছাড়াও আরো নানাবিধ বচনে একাদশীতে শ্রাদ্ধ করা ও তৎকৃত্যের ফলাদির বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রাদ্ধের জন্য প্রশস্ত তিথিসমূহের মধ্যে একাদশী অন্যতম।** প্রমাণ- ১২। কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্। শ্রাদ্ধে প্রশস্তাস্তিথয়ো যথৈতা ন তথেতরাঃ।।-(মনু সংহিতা-৩/২৭৬)। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত যে নয়টি তিথি রয়েছে, তাদের থেকেও দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও অমবস্যা- এই পাঁচটি তিথি শ্রাদ্ধের জন্য প্রশস্ত। ১৩। প্রতিপৎ প্রভৃতির্হ্যন্যাস্তিথয়ঃ কৃষ্ণপক্ষকে। চতুর্দ্দশীং বর্জ্জয়িত্বা পঞ্চমীং হ্যুত্তরোত্তরাম্।।-(উশনঃসংহিতা-৩/১০৮)। ১৪। ফাল্গুনস্যাপ্যমাবস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।। আষাঢ়স্যাপি দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী। ...গোদাবরী তেষু শ্রাদ্ধং ।।-(অগ্নি পুরাণ-১১৭/৬০-৬৩)। ১৫। কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্। শ্রাদ্ধেকর্ম্মণি তিথ্যস্তু প্রশস্তা ন তথেতরাঃ।।-(মহাভারত,অনুশাসনপর্ব্ব-৭৬/১৮)। ১৬। ফাল্গুনস্য হ্যমাবস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।। আষাঢ়স্যাপি দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী।...মন্বন্তরাদয়শ্চৈতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ।।-(মৎস পুরাণ-১৭/৭-৮)। **এইসব শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা শ্রাদ্ধের জন্য যে একাদশী তিথি উৎকৃষ্ট, তা সিদ্ধ হল। শুধু তাই নয়, কোন কারণে শ্রাদ্ধ পতিত হলে বা বাদ পড়লে সেই শ্রাদ্ধও যে একাদশী তিথিতে করা যায়, তার প্রমাণও আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে।** যেমন- ১৭। একাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা। তত্র ব্যতিক্রমে হেতাবমায়াং ক্রিয়তে তু তৎ।।-(পদ্মপুরাণ,পাতালখণ্ড-৬৪/৭১)। ১৮। শ্রাদ্ধে২হনি সমুৎপন্নে মৃতস্যাবিদিতে দিনে। একাদশ্যাং তু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ।।-(দাল্ভ্য স্মৃতি-৭৪ নং শ্লোক)। পদ্ম পুরাণ ও এই স্মৃতি অনুসারে আমরা জানলাম বিঘ্নপতিত শ্রাদ্ধও একাদশীতে সুসম্পন্ন হয়। অতএব অবশ্যকর্তব্য শ্রাদ্ধও একাদশীতেই করতে সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। **একাদশীতে অন্নদান করারও বিধান শাস্ত্রে দেয়া হয়েছে।** জ্যৈষ্ঠ মাসের নির্জ্জলা একাদশীর বর্ণনায় লেখা হয়েছে- ১৯। সুবর্ণমন্নং বাসো বা যদস্যাং সম্প্রদীয়তে। তদস্য কুরু শার্দূল সর্ব্বঞ্চাপ্যক্ষয়ং ভবেৎ।।-(পদ্মপুরাণ,উত্তরখণ্ড-৫১/৪২-৪৩)। ২০। অন্নং বস্ত্রং তথা গাবো জলং শয্যাসনং শুভম্। কমণ্ডুলুং তথাচ্ছত্রং দাতব্যং নির্জ্জলাদিনে।।-(পদ্মপুরাণ,উত্তরখণ্ড-৫১/৫৩)। তাই, শাস্ত্রোক্ত বিধি মেনে একাদশী তিথিতে অন্নাদানাদি কর্ম করাতেও কোন বাধা নেই। প্রদর্শিত শাস্ত্রপ্রমাণগুলি ছাড়াও আরো অনেক শাস্ত্রীয় বচনে একাদশীতে শ্রাদ্ধ করার স্বপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ পাওয়া যায়। দু-একটি শাস্ত্রবচনে একাদশীতে শ্রাদ্ধ অকরণ জনিত বচন আপাত দৃষ্টিতে প্রতীতি হলেও অধিকাংশ শাস্ত্রে একাদশীতে শ্রাদ্ধ করার পক্ষেই মতামত দেয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মীমাংসা শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, **অধিক প্রমাণ বা অধিক ঋষির মতই গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।** যথা- 'বিপ্রতিষিদ্ধধর্ম্মাণাং সমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বম্'-(পূর্বমীমাংসা-১২/২/২৩)। 'বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রমাণং তত্র ভূয়সাম্'-(কাত্যায়ন সংহিতা-২৮/১৭)। সুতরাং, স্মার্ত-সিদ্ধান্তে একাদশীতে শ্রাদ্ধ করা শাস্ত্রসম্মত এবং শুভপ্রদ কার্য হিসেবেই পরিগণিত।

সনাতন শাস্ত্রগবেষক, লেখক ও বিশিষ্ট ধর্মালোচক-
পণ্ডিত শ্রী রায়ন চক্রবর্তী
এম.এস.এস, সপ্ততীর্থ।
উলিপুর, কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ। মোবাইল- ০১৭৪০১৩৭৩৭৮,০১৯৩৩৫২২৭০৪।